

গল্প:- “অয়ত্তিকার জন্মদিন” ❤️🇮🇳

আজ অয়ত্তিকার জন্মদিন। ঠিক গতবছর এই দিনে এই জায়গায় অয়ত্তিকা আমার পাশে ছিলো। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আজ অয়ত্তিকা আমাদের মাঝে নেই। আসলে জীবন হলো মৃত্যুর কাছে থেকে ধার নেওয়া কিছু সময় মাত্র।

কল্পনা- অয়ত্তিকা আইসোলেশনে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে। অয়ত্তিকার শ্বাস নিতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। অয়ত্তিকার এই অবস্থার জন্য আমি দায়ি অনেক প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছি না। আমি আবিব মেডিকেল ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট। আর এ হলো আমার বন্ধু শুভ। আজ থেকে আমাদের একটা রিহ্যাবে ইন্টার্নি শুরু।

শুভ: কি আবিব চল লেট হয়ে যাচ্ছে তো, ১ম দিনে কিন্তু লেট করা যাবে না।

আবিব: তুই বাইকটা বের আমি আসতেছি দোস্ত।

এরপর আমার রিহ্যাব সেন্টারে আসি। আমাদের সাইকিয়াট্রিস্ট স্যারেরকে দেখি একটা সেশনে আছেন।

স্যার: আসো তোমরা চলো এসো, তোমাদের কাজ এখান থেকে শুরু।

আবিব: ঠিক আছে স্যার।

পরেদিন আমরা আবার রিহ্যাবে আসি।

আবিব: সবাই যখন স্যারের কথা মতো ম্যারিটেশন করছিলো তখন, ঐ কালো ড্রেস মেয়েটা কিছুই করছিলো না। হাতে কি যেন নিয়ে সামনে গাছপালা পাতা নিয়ে বসে। স্যার মেয়েটার সমস্যা কি?

স্যার: আগে তুমি ওর ফাইলটা পড়ো।

আবিব: ডিওজেনেস সিনড্রোম এটা আবার কেমন রোগ। স্যার এমন নাম তো আগে শুনি নি।

স্যার: ডিওজেনেস সিনড্রোম এটি অদ্ভুত মানসিক রোগ। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মাঝে সবকিছু জমিয়ে রাখার একটি অসুস্থ প্রবণতা দেখা যায়, তারা সবকিছু জমিয়ে রাখতে চায় এবং পুরোনো কিছু ফেলতে চায় না। অনেক সময় তাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন জিনিষ কুড়িয়ে আনতেও দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিটি প্রচণ্ড খিটখিটে স্বভাবের হয়ে পড়ে, তারা নিজেরা নিজেদের খেয়াল রাখে না এবং অন্যদের সাহায্য নিতেও পছন্দ করে না। আসলে দীর্ঘ দিন একা থাকার ফলে বা একটি সুন্দর পারিবারিক পরিবেশের অভাবেই মূলত এই রোগটি হয়ে থাকে।

আবির: স্যার ওর সম্পর্কে যদি আরো ডিটেইলস এ বলতেন তাহলে ভালো হতো। আসলে স্যার আমার এই রোগ টা নিয়ে অনেক জানার ইন্টেরেস্ট।

স্যার: এখানে শুরুর দিকে ৩ জনের রুমে থাকতো কিন্তু সে অনেক অগোছালো, অপরিচ্ছিন্ন হওয়া ওর সাথে কেউ থাকতে চায় না। আর ও কারো সাহায্য নিতে পছন্দ করে না, সব সময় একা থাকতে চায়। এমনকি ঠিক মতো মেডিসিন ও নেয় না। অনেক বার ওর বড় বোন সাথে কথা হয়েছে এ ব্যাপারে।

আবির: ওর ফ্যামিলি তে কে কে আছে। ফ্যামিলির কোন ঘটনাতে কি ওর এই সমস্যা।

স্যার: রিহ্যাবে ওর বোন অবস্খী ওকে ভর্তি করিয়েছে ওর বোনের থেকে জানতে পারি অয়ন্তিকার জন্মের ৩ বছর পড়েই ওর মা-বাবার ডিভোর্স হয়। কারন ওর বাবা চেয়েছিলো ছেলে হবে, কিন্তু না ছেলে হয় নি। যখন অয়ন্তিকার বয়স ৯ বছর তখন তার মা সুইসাইড করে। অয়ন্তিকা সব কিছু নিজের চোখে দেখে যা কিছু তার মায়ের সাথে হয়েছে। আর মা- মারা যাওয়ার পর ওর বোন ও আফেল এর কাছে বড় হয়।

আবির: স্যার একটা রিকোয়েস্ট রাখবেন। আমি অয়ন্তিকা কে কনসাল্ট করতে পারি।

স্যার: মনে হয় না কোন লাভ হবে। কারন ও কারো সাথে ঠিক মতো কথা বলে না। তারপর ও চেষ্টা করে দেখতে পারো।

একদিন আমি রিহ্যাবে এসে আমি আর শুভ্র ওর রুমে যাই, রুম ছিলো একদম অগোছালো এলোমেলো, আর একটা মহিলার অনেক ছবি ছিলো ছড়ানো ছিটানো। আইডিয়া করে নিলাম ছবি গুলো ওর মা এর হতে পারে।

শুভ: দোস্ত আমার মনে হয় মেয়েটা সাইকো রুমের যে অবস্থা করে রাখছে। এখন তো মনে হচ্ছে ওর মা সুইসাইড করে অয়ন্তিকা মেরে ফেলছে। আর এখন এই সব এর ঢং করছে জেলে যাওয়ার ভয়ে।

আবির: আরে কি সব বলিশ না! চুপ কর। দেখিস না মেয়েটা কত মায়াবী চোহার মধ্য একটা মায়াজাজ করে।

শুভ: তোর ভাবসাব দেখে তো মনে হচ্ছে অন্য কিছু। কি বন্ধু পছন্দ হয়েছে।

পরের দিন--

শুরুর দিকে কোন কথা না। যদি কিছু করতে বলি কিছু করে না। শুধু চুপচাপ নিজের মতো বসে থাকে। আস্তে আস্তে দু'একটা কথা বলা শুরু করে আমার সাথে। সে আমাকে ওর বন্ধু ভাবতে শুরু করে, সবকিছু সেয়ার করে। এভাবে আমরা একটা সময় আমরা রিলেশনশিপ এ জড়িয়ে পড়ি। আস্তে আস্তে অয়ন্তিকা সুস্থ হতে শুরু করে। আর এই দিকে আমার ইন্টার্নি ও শেষ হয়। আমি একটা প্রাইভেট মেডিকেল এ জব পাই। কাজের চাপে অয়ন্তিকা খুব বেশি সময় দিতে পারি না। তারপর ও আমাদের রিলেশনশিপ ও ঠিকঠাক চলে সব কিছু স্বাভাবিক।

আমরা শুক্রবার ঘুরতে বের হয়েছি।

আবির: অনেক তো হলো অয়ন্তিকা চলো আমার বিয়ে করি।

অয়ন্তিকা: এমনই তো আমরা ভালো আছি। বিয়ে না করে কি রিলেশনশিপ এ থাকা যায় না। আর বলবা না বিয়ের কথা।

আবির: আসলে ফ্যামেলি থেকে পেসার দিচ্ছে বিয়ের জন্য। এখন জব করি বাসায় মা বাবা তো একটা ইচ্ছা আছে নাকি।

অয়ন্তিকা: তাহলে তুই তোর মা-বাবার ইচ্ছা পূরন কর অন্য কাউকে বিয়ে করে। আমি তোকে বিয়ে করবো না।

আবির: এভাবে চলে যাচ্ছে কেন শোন, আমি তোমাকে বাসায় দিয়ে আসি।

এরপর আমার সাথে অন্যরকম আচারন করা শুরু করে। মেসেজ দিলে রিপ্লাই দেয় না, কল রিসিভ করে না, করলেও রাগ দেখিয়ে ফোন কেটে দেয়। এভাবে চলতে থাকে কিছু দিন।

একদিন আমরা আমাদের পছন্দের জায়গায় দেখা করি।

অয়ন্তিকা: শোন আবির, আমাদের মনে হয় সম্পর্কটা এখানেই শেষ করা উচিত। আমি আর এতো চাপ নিতে পারছি না একা থাকতে চাই।

আবির: আমিও তোমাকে আর চাপ দিতে চাই না। তুমি রিলেশন রাখতে চাও না, না রাখলা। একটা কথা রাখবা তোমার জন্মদিনটা প্রতিবছর আমার সাথে কাটাবে

অয়ন্তিকা: বাই! আর কখনো দেখা হবে না।

সত্যি বলতে আমিও আর পারছিলাম না, মাঝে মাঝে অনেক পাগলামি করতো, এবাবে আমাদের ব্রেকআপ হয়।

গত ৫ মাস হলো ওর সাথে আমার কোন যোগাযোগ নাই। মাঝে মাঝে ওর বোনের সাথে কথা হয় খোজ খবর নেই যদিও অয়ন্তিকা এটা জানে না। আর মাত্র ২ দিন অয়ন্তিকার জন্মদিন। আমি ওকে একটা মেসেজ দেই।

আবির: কেমন আছো?
এবার জন্মদিনটা কাটবে আমার সাথে?
মেসেজ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি!

পরেরদিন সকালে রিপ্লাই আসে।

অয়ন্তিকা: ভালো আছি। হুম এক সাথে কাটানো যায় তবে একটা শর্তে, অতীত নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না।

আবির: আমি বললাম ঠিক আছে। তাহলে কাল দেখা হচ্ছে আমাদের পছন্দের জায়গায়।

অয়ন্তিকা: আচ্ছা। বাই।

আজকে দিনটা একদম অন্যরকম লাগছিলো।
আমি বসে আছি অপেক্ষা করছিলাম কখন আসবে অয়ন্তিকা। সামনে তাকিয়ে দেখি নীল শাড়ি, নীল চুড়ি, পায়ে নূপুর, চোখে কাজল, আর ভোরের বাতাসে তার চুল উড়ছে।

নার্স: এই যে ভাই সরেন এখানে দাড়ানো যাবো না কতক্ষন আর ডাকবো কথা কানে যায় না কি ভাবছেন কোন জগৎতে আছেন।

আবির: সামনে তাকিয়ে দেখি অয়ন্তিকা ওখানে নেই।নার্স কে বললাম এই বেডের রোগী কোই।

নার্স: সে তো একটু আগে মারা গেছে তাকে এম্বুলেন্সে নিচে নেওয়া হয়েছে তাড়াতাড়ি নিচে তলায় যান।

একটু সময়েই যেন সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল। আমি এম্বুলেন্সের সাইরেন শুনতে পাচ্ছিলাম। অনুভব করতে পারছিলাম এখন এম্বুলেন্স ছেড়ে দিবে অয়ন্তিকাকে নিয়ে যাবে আর তাকে কখনো দেখতে পাবো না। আমি তাকে শেষ বার দেখার জন্য নিচতলায় যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আমার পা গুলো যেন চলছিলোই না আমি হাঁটতে পারছিলাম না। অনেক কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এতো কষ্টেও যেন চোখ দিয়ে একটা ফোঁটা জল ও পড়ছিলো না। একটু পর আর শুনতে পাচ্ছিলাম না এম্বুলেন্স এর সাইরেন বৃষ্টি থেমে গেছে চারপাশ টা যেন নিশ্চুপ হয়ে গেল। একটা কথায় মাথায় আসছিলো সব কিছুর জন্য আমি দায়ি। সে দিন আমি মেসেজ না দিলে অয়ন্তিকা আসতো না। আর আজ এই দিনটি দেখতে হতো না।

আবির: আচ্ছা আমরা কি বিয়ে করতে পারি না, কি সমস্যা আসাকে বিয়ে করতে?

অয়ন্তিকা: তোসাকে না বলছিলাম অতীত নিয়ে কিছু বলবা না। আমি বিয়ে করতে চাই না , কারন আমার মা ডিভোর্স হওয়া পর অনেক একা হয়ে যায় কারে সাথে কথা বলতো না সারাদিন নিজেকে রুমে বন্দি করে রাখতো , পুরোনো জিনিষ গুলো নিজের রুমে জমিয়ে রাখতো আমার মা এর ও "ডিওজেনেস সিনড্রোম" সিনডম ছিলো আর একটা সময় সে সুইসাইড করে ফেলে। আমি অনেক ছোট ছিলাম সব কিছু মনে না থাকলেও অনেক কিছু দেখেছি আর বোনের কাছে থেকে সব কিছু জানতে পারি। আমি শুধু এসব কারেনে তোমাকে বিয়ে করতে চাই না। আমার অনেক ভয় হয় তুমি যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও বাবার মতো।

আবির: আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার মা-বাবার যা হয়েছে আমাদের এমন টা কখনো হবে না। বিশ্বাস করো।

অয়ন্তিকা: কিন্তু আমার মায়ের সাথে যা হয়ে সেটা অর্ধেক টা আমার সাথে ঘটেই গেছে। হয়তো বাকিটাও ঘটবে যদি তোমাকে বিয়ে করি। আমি আর ঐ নরক যন্ত্রণায় যেতে চাই না। আমিও সবার মতে নরমাল লাইফ লিড করতে চাই।

এগুলো বলতে বলতে সে চলে যায়। বারবার কল দিচ্ছি কিন্তু ফোন বন্ধ দেখায়।

পরের দিন সকাল বেলা ফোন আসলো অবন্তী আপুর নাম্বার থেকে।

অবন্তী: আমার বোন টার সাথে কি করেছে যেটার কারনে ওর হসপিটালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে হচ্ছে।
আমি তোমাকে কখনো ক্ষমা করবো না যদি ওর কিছু হয়।

হসপিটালে যাওয়ার পর ডাক্তারের কাছে থেকে জানতে পারি
অতিরিক্ত মানসিক চাপে সে ঘুমের ওষুধ অনেক গুলে এক সাথে খেয়ে ফেলে
যেটার কারনে ওর মৃত্যু হয়।